12

তুমি আর আমি

প্রযোজক—ডি-ল্যুক্স্ পিকচার্স

তুমি আর আমি

কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও গান— কবি শৈলেন রায়

শিল্প নির্দ্দেশক—তারক বসু দৃশ্যপট—গোপী সেন

মডেলার—সচ্চিদানন্দ সেন চিত্রশিল্পী—বিভূতি লাহা

শব্দযন্ত্রী—যতীন দত্ত রাসয়নিক—শৈলেন ঘোষাল

পরিচালক—অপূর্ব্ব মিত্র

সম্পাদক—কমল গাঙ্গুলী সুরশিল্পী—রবীন চট্টোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা—সুবোধ পাল, নিতাই সিংহ

সহকারী ঃ

পরিচালনায়—বিভূতি চক্রবর্ত্তী, অসিত বন্দোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু ঘোষ

চিত্রশিল্পে—নিধু দাশ গুপ্ত; সাধন রায়

রূপসজ্জায়—বশীর, মুন্সী, কেশর, শব্দনিয়ন্ত্রণে—গোবিন্ মল্লিক, অবনী সেন

সঙ্গীতে—উমাপতি শীল সম্পাদনায়—পঞ্চানন চন্দ্র

রসায়নাগারে—গোপাল গাঙ্গুলী, শৈলেন চাটার্জ্জী, নিরঞ্জন সাহা ভোলা মুখার্জ্জী,

সুরেশ রায়, বৈদ্যনাথ, সমীর,

ব্যবস্থাপনায়—প্রফুল্ল বসু,

আলোক শিল্পে—সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, সমীর, অনিল,

—ঃ বিভিন্ন ভূমিকায় ঃ—

কানন দেবী ... ছবি বিশ্বাস

সন্ধ্যারানী ... জহর গাঙ্গুলী

পূর্ণিমা ... পরেশ বন্দোপাধ্যায়

মনোরমা ... মিহির ভট্টাচার্য্য

সবিতা ... তুলসী লাহিড়ী

রেখা ... বলিন সোম

নির্ম্মল রুদ্র, প্রবোধ মুখার্জ্জী, মাষ্টার শম্ভু, প্রফুল্ল, ৺কেনারাম, আদিত্য এবং আরও অনেকে।

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—গ্লোব নার্শারী।

কাহিনী

ভূমিকম্পে যেমন পৃথিবীর মানচিত্র বদ্‌লে যায়—তেমনি আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় চব্বিশ পরগণার পুলিশ সাহেব রায় বাহাদুর ধূর্জ্জটীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর সারা সংসারের চেহারাটাই বদ্‌লে গেল।

মোটর দুর্ঘটনায় রায় বাহাদুরের স্ত্রী গেলেন মারা। বড় মেয়ে সবিতা তার মেরুদণ্ডে পেল প্রচণ্ড আঘাত। বড় বড় ডাক্তাররা তার বেঁচে থাক্‌বার ভরসা দিলেও সেরে উঠ্‌বার ভরসা দিল না। চিকিৎসার আড়ম্বর আর পরিচর্য্যার ঘটার মধ্যে ওষুধ খেয়ে আর শুয়ে শুয়েই সবিতার দিন কাটতে লাগল।

আজও জয়ন্ত সবিতাকে ফুল পাঠায়। সে ফুল হাতে নিতে তার রুগ্ন পাণ্ডুর মুখ উত্তেজনায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে—জয়ন্ত আজ তার নাগালের বাইরে। তার জীবনের অকর্মণ্য বোঝা কেমন করে সে জয়ন্তর ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে!

জয়ন্ত তার শিক্ষায়তনে কাজের মধ্যে ডুবে থাকে—সে দেখে মানুষের গ'ড়ে ওঠার স্বপ্ন, যে মানুষ গ'ড়ে তুলবে নতুন সমাজ,—যে মানুষ রচনা করবে স্বাধীন ভারতের নূতন গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস—যে মানুষ শোষণ আর শাসনের দায়ে

অভিযোগ না জানিয়ে অনাহারে মরে না। এত কাজের মধ্যেও সবিতা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

একদিন ফুল দিতে গিয়ে জয়ন্ত ধূর্জ্জটীপ্রসাদের কাছে ধরা প'ড়ে গেল। ধূর্জ্জটীপ্রসাদ তাকে জানিয়ে দিলেন যে বাইরের কোনও প্রভাব তার রুগ্ন মেয়ের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, এ তিনি চান না।

সবিতার অসুখ বেড়েছে—ডাক্তার বলেন "এ ব্যাধি মনের"। নমিতা বুঝল জয়ন্তর অপমানই সবিতাকে অবসন্ন করে তুলেছে। এ রোগের একমাত্র নিরাময়ক জয়ন্ত কুমার।

সবিতার জীবনে আবার এল জয়ন্ত। ডাক্তার অবাক হয়ে ভাবে আকস্মিক এ পরিবর্ত্তন কেন। সবিতা উঠে দাঁড়ায়, চ'লে বেড়ায়, ধূর্জ্জটীপ্রসাদের তবু বিশ্বাস হয় না সবিতা সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে।

বিফল প্রাচীরের অন্তরালে ভোলানাথ আর পার্ব্বতীর মেলামেশা চলে, —সবিতা পায় জয়ন্তর সঙ্গ, নমিতা অরে সুদীপ্তের সান্নিধ্য নিবিড়তর হ'য়ে ওঠে। একদিন পার্ব্বতীর বাবা ফণীভূষণবাবু বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলে, ধূর্জ্জটীপ্রসাদ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন আর ভোলানাথকে করেন তিরস্কার ও শাসন। তার মতে সবিতার বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত এবাড়ীতে কারও বিবাহ হ'তে পারে না—সবিতা আজও সেরে ওঠেনি।

জয়ন্ত বলে, "তামার বাবা অনুমতি দেবেন না,"—সবিতা বলে সে ভার আমার। অনুমতি চাইতে গিয়ে সে দেখ্‌ল—বিদ্রোহী ভোলানাথ বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেছে। সবিতার অনুমতি আর চাওয়া হ'ল না। সবিতার জীবনের স্রোত আবার গেল ঘুরে। এর পর নমিতার পালা। ধূর্জ্জটীপ্রসাদ বিদেশে ছিলেন হঠাৎ বাড়ী এসে সুদীপ্তকে দেখে ক্ষিপ্ত প্রায় হ'য়ে উঠ্‌লেন। সুদীপ্তকে অপমানিত হ'য়ে ফিরে যেতে হ'ল। নমিতার ওপর চল্‌ল নিষ্ঠুর শাসন। সবিতার মনও বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল—সকলের অলক্ষ্যে সে বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেল।

ভোলানাথের শ্বশুর ফণীভূষণবাবুর কারখানায় অশান্তি জেগে উঠেছে। মজুরেরা জয়ন্তর নির্দ্দেশ চাইছে। এমন সময় সবিতা গিয়ে জয়ন্তর পাশে

দাঁড়ালো—ভোলানাথও এসে দাঁড়ালো। বেআইনি সভার দায়ে ধূর্জ্জটী প্রসাদের নির্দ্দেশে জয়ন্ত আর ভোলানাথের গ্রেপ্তার করা হ'লো।

এইখান থেকে যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা—তার শেষ কি ? ? ?

গান

তুমি আর আমি দুজনাতে রচি গান।
এ গান দোলায় সারা নিখিলের প্রাণ।
শত বসন্ত মোদের মিলন রাগে, গোলাপের বুকে বিহগীর মুখে জাগে।
ভুবনের পথে আমরা শুনেছি নূতনের আহ্বান।
তুমি আর আমি !

তুমি আর আমি বেঁধেছি বাসর ঘর
এ-ঘর দোলায় নিয়ত প্রাণের ঝড়।
সাগরের বুকে মোরা যে ঢেউএর সাথী, পাগল হাওয়ায় আমরা দুজনে মাতি ;
ডমরুর সাথে আমরা মিলাই মধু মুরলীর তান।
তুমি আর আমি।

(২)

"বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে
ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
কর্মে মহান হবে ধর্মে মহান হবে
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে।" —(অতুলপ্রসাদ

(৩)

আলোর ভ্রমর আলোর বীণার ঝঙ্কারে
ডাক দিল যে আমার ফুলের আপ্‌নারে।
ফুল বলে গো কঁড়ির বাঁধা সইবনা, পাঁপড়ি ঢেকে গন্ধেরই ভার বইবনা,
সূর্য্য এলে পুব গগনের তোরণ দ্বারে
সূর্য্যমুখী এমনি ক'রে ফোটায় তারে।
কে জানে গো আমার চোখের ভাষা—
এ যে ফুলের মাঝেই ফল ধরিবার আশা।
বসন্ত আজ রঙিয়ে দিল গানে, এই জনমের প্রথম ভালবাসা
তাইতো আমার প্রথম অভিসারে।

আমি মুকুল ফোটাই তারই পথের ধারে
ঝর্ণা বলে চাঁদ এলে মোর আকাশ পারে।
এমনি ক'রেই দোলাই বুকে তার ছায়ারে।

(৪)

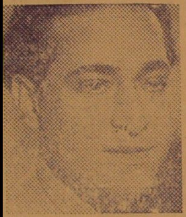

ফাগুনের উতরোল কী হাওয়া—লাগলো!
বাতায়নে নিরজনে মুকুলটী জাগ্‌লো।
মাধবীর কুঞ্জে মধুকর গুঞ্জে
মৃদু মৃদু পরীদের নূপুর কী বাজ্‌লো।
কৃষ্ণচূড়ার বনে কোকিল কি ডাক্‌লো?
শীতের শূন্য শাখী কিশলয়ে ঢাক্‌লো।
পলাশের অরুণিমা গোলাপের মধুরিমা
কিংশুক রঙ্গণ অনুরাগে রাঙ্‌লো।
জীবনের ভাঙ্গা গান যত ভাঙ্গা ছন্দ
ফিরে ফিরে বেঁধে নাও আজিকে আনন্দ।
আকাশের নীল গোঠে, অনলের ফুল ফোটে
চারু কেশে অপ্সরী পারিজাত বাঁধ্‌লো।

(৫)

অজানার ডাক এল ভাবনার বনছায়ে।
ঐ শুনি বাণী তার দক্ষিণ বায়ে।
অজানার ডাক এল—
আজি নব কিশলয় দল, মনে মনে হ'ল চঞ্চল
কেন রঙে রসে উচ্ছল জানি না, অকারণ কী বেদনা এ!
অজানার ডাক এল—
হে মধুর হে সুদূর থাক তুমি মন মাঝে
ফিরাবে'না যেথা আর তোমারে কভু—মিছে ভয় মিছে মোর লাজ।
সেথা শীর্ণ নদী ক্ষীণ-ধারা প্লাবন সলীলে হো'ক হারা
(সেথা) আমার তীরের নীড়ের মায়াতে যাও তুমি যাও ভাসায়ে।
অজানার ডাক এল—

(৬)

মোর গান ফাগুন খেলায়
গোলাপের বুকে বুকে গন্ধ এলায়।

উদাসীর বাঁশী আমি গোধূলি ছায়ে, নিশি-গন্ধারে কিছু যাই জানায়ে।
আমি আলো চঞ্চল পুলকের ঝলমল্‌ প্রভাত বেলায়।
আমি নব যৌবন আমি যে বসন্ত
ভাবের কমল বনে কবিতার ছন্দ।
বলাকার পাখা আমি ঝড় বাতাসে—রামধনুকের রঙ নীল আকাশে।
ভ্রমরের গুঞ্জন আমি তুলি অনুখন ফুলের মেলায়।

(৭)

ওরে আমার অবুঝ ভালবাসা
কোন ভুবনে বাঁধবি ওরে—ভালবাসার বাসা।
ফাগুন যেথা আগুন ফুলে ছায়
গুণ গুণিয়ে ভ্রমরগুলি গায়
চাওয়ার আগেই পাওয়া যেথায় মিটায় পিপাসা—
সেই ভুবনে বাঁধব আমার ভালবাসার বাসা।
ওরে আমার ভালবাসার গান, কোন ভুবনে বাঁধবি তরীখান?
যেথা পরাণ ভরা প্রেম আছে, আর কণ্ঠ-ভরা গান,
শিল্পী যেথায় আঁকে প্রিয়ার ছবি
প্রিয় নামের গানটি রচে কবি
প্রেম যেথা হায় চোখের জলে সাধা
(আর)—হিয়ায় কাঁদে সব যুগেরই রাধা
যেথা আঁখিজলের রাখী বাঁধায়—নীরব রহে ভাষা
সেই ভুবনে বাঁধব আমার ভালবাসার বাসা।

— পরবর্ত্তী চিত্র নিবেদন —

এম, পি. প্রোডাক্‌সন্সের

স্বপ্ন ও সাধনা

নিউ থিয়েটার্সের

অঞ্জন গড়

রজনী পিকচার্সের

তপোভঙ্গ

আই, এন, এ পিকচার্সের

স্বয়ং সিদ্ধা

পি, এন গাঙ্গুলী প্রোডাকসন্সের

পরভৃতিকা

ডি লুক্স্‌ পিকচার্সের

ললিতা সখী

পরিবেশক—**ডি ল্যুক্স ফিল্ম্‌ ডিষ্ট্রিবিউটার্স**

কে, সি দে প্রোডাকসন্সের

পূরবী

পরিবেশক—**সান্‌রাইজ ফিল্ম্‌ ডিষ্ট্রিবিউটাস**

৮৭ নং, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

৮৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ডিলুক্স পিক্‌চার্সের পক্ষ হইতে শ্রীরণেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত ন্যাশন্যাল লিটারেচার প্রেস, ১০৬, কটন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীরামদেব ঝা কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য তিন আনা